



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের
২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ২০/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃঃ নম্বর
প্রথম অংশ		
১	মুখবন্ধ	vii
অধ্যায়-১		
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-৬
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৭
৪	শব্দ সংক্ষেপ	৯
অধ্যায়-২		
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৩
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৫-২৩

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৭টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত অফিস প্রধানসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও এই রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ১৮/০২/১৯৮২ বঙ্গাব্দ।
১৮/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

ଅଧ୍ୟାୟ-୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য : এই রিপোর্ট গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৬৩টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়/ইস্যু এর উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসাবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি: ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৪ সালে পূর্ত কাজের জন্য গণপূর্ত বিভাগ গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। সেই সময় গণপূর্ত বিভাগ রাস্তা ঘাট, স্থাপনা, রেলওয়েসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ এবং সাময়িক পূর্ত কাজের দায়িত্ব পালন করে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের জন্য Central PWD গঠিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের পূর্ত কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য “Communication and Building Directorate” (C&B) গঠিত হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার পরে উত্তরাধিকার সূত্রে Central PWD এবং প্রাদেশিক Building Directorate প্রাপ্ত হয়। ১৯৭৭ সালে এ দুটো প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে আজকের গণপূর্ত অধিদপ্তর (PWD)-এ পরিণত হয়।

১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গণপূর্ত বিভাগ প্রায় দুইশত বছরব্যাপী জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

গণপূর্ত অধিদপ্তর সরকারের ২৯টি মন্ত্রণালয়কে অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সেবা প্রদান করে থাকে। এটি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ৮টি অঙ্গসংস্থার মধ্যে একটি।

গণপূর্ত অধিদপ্তর শুধুমাত্র শহর নয় গ্রামাঞ্চলেও উন্নয়নমূলক ভূমিকা পালন করছে। মানুষের জীবন যাত্রার পরিবর্তন সাধনে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গণমানুষের উন্নয়নে গণপূর্ত অধিদপ্তরের রয়েছে অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ।

উন্নয়নশীল দেশের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণপূর্ত অধিদপ্তর তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা দ্বারা, সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

• প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম (গণপূর্ত অধিদপ্তর) :

বিসিএস (গণপূর্ত) ক্যাডারে ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের পদওয়ারী সংখ্যা:

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা			
		সিভিল + রিজার্ভ	ই/এম + রিজার্ভ	মোট	মন্তব্য/ ছুটি, প্রেষণ, প্রশিক্ষণ বাবদ রিজার্ভ (+)
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	প্রধান প্রকৌশলী	১	-	১	-
২।	অতি: প্রধান প্রকৌশলী	১৩+১=১৪	২	১৬	১
৩।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩৩+৩=৩৬	৯+১=১০	৪৬	৪
৪।	নির্বাহী প্রকৌশলী	১১৩+৯=১২২	৩৭+২=৩৯	১৬১	১১
৫।	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	১৭১+১৭=১৮৮	৯১+৮=৯৯	২৮৭	২৫
৬।	সহকারী প্রকৌশলী	২৮১+১৫=২৯৬	১২২+২=১২৪	৪২০	১৭
মোট=		৬১২+৪৫=৬৫৭	২৬১+১৩=২৭৪	৯৩১	৫৮

নন-ক্যাডার পদ সংখ্যা-১১টি

ক্রমিক	পদের নাম	পদ সংখ্যা
১।	বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা	১
২।	আইন কর্মকর্তা	১
৩।	প্রধান বৃক্ষপালনবিদ	১
৪।	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১
৫।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১
৬।	উপ-বিভাগীয় অফিসার (আরবরিকালচার)	৬
মোট=		১১

সর্বমোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা:

ক্রমিক নং	পদের শ্রেণি বিন্যাস	পদ সংখ্যা
১।	প্রথম শ্রেণি (ক্যাডার/ নন-ক্যাডার)	৯৪২
২।	দ্বিতীয় শ্রেণি (১৩৬৮)	
	উপ সহকারী প্রকৌশলী(সিভিল)	৮৫৭
	উপ সহকারী প্রকৌশলী(ই/এম)	৩৯০
	অন্যান্য পদ (বিভাগীয় হিসাবরক্ষক-১০৪, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-৯, কল্যাণ কর্মকর্তা-১, ইমাম-৬, আরবরিকালচারিস্ট-১)	১২১
৩।	তৃতীয় শ্রেণি	৩৫১৮
৪।	চতুর্থ শ্রেণি	২০৬৯
মোট=		৭৮৯৭
৫।	অস্থায়ী নিয়মিত(৩য় ও ৪র্থ)	২০৯৯
৬।	কার্যভিত্তিক (৩য় ও ৪র্থ)	২১১৩
৭।	ভাউচার ভিত্তিক	১৫১৭
৮।	মাস্টার রোল কর্মচারী	৫৯
সর্বমোট=		১৩৬৮৫

- **প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী:**

- ❖ ডিপোজিট কাজের ভিত্তিতে অন্যান্য সংস্থার জন্য ভবন নির্মাণ।
- ❖ পাবলিক পার্কের রক্ষণাবেক্ষণ।
- ❖ সরকারি ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মূল্য সূচি ও বিশ্লেষণ সূচি প্রণয়ন।
- ❖ সওজ, টিএন্ডটি ও ডাক বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য সরকারি ভবনের নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ।
- ❖ জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ।
- ❖ সরকারি ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ❖ বুক অফ স্পেসিফিকেশন এবং কোড অফ প্রাকটিস প্রণয়ন।
- ❖ নির্মাণ কাজের জন্য প্রশাসনের সহায়তায় ভূমি অধিগ্রহণ।
- ❖ নির্মাণ কাজের জন্য যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ সামগ্রী ক্রয়।
- ❖ ভূমি ও সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ এবং মানসম্মত ভাড়া নির্ধারণ।

- **প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) :**

- ❖ সরকারি ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ।
- ❖ দেশব্যাপী অধিকাংশ সরকারি আবাসিক ভবনসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।
- ❖ জাতীয় স্মৃতিসৌধসহ বিভিন্ন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।
- ❖ সরকারি পার্ক ও উদ্যানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।
- ❖ জাতীয় সংসদ ভবন, বঙ্গভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশের হাসপাতালসমূহ, অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রসহ দেশব্যাপী অধিকাংশ সরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।

- **প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ:**

- ❖ অন্যান্য দপ্তর/অধিদপ্তর এর ন্যায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের বাজেট মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ একটি অর্থ বছরে বিভিন্ন কোডে যে বাজেট দেয়া হয় পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট তার চেয়ে কিছুটা বেশী হবে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুন্নয়নে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১০৮৫৫৫১৬৭০৩ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে গণপূর্ত অধিদপ্তরের অনুন্নয়নে মোট বাজেট বরাদ্দ ১১৬৫৬৭৭১০০০ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাজেট বৃদ্ধির পরিমাণ (১১৬৫৬৭৭১০০০ - ১০৮৫৫৫১৬৭০৩) অর্থাৎ ৮০১২৫৪২৯৭ টাকা। বৃদ্ধির হার ৭.৩৮%। তবে কোন কোডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ এবং ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি সেভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। পরবর্তীতে অধিকতর যাচাইয়ের সময়ে বিষয়টি ভালোভাবে পরীক্ষা করা হবে।

• গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও ব্যয়ের সামারি* (অনুময়ন ও উন্নয়ন):

ক্র: নং	অর্থ বছর	গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত বরাদ্দ (মঞ্জুরী নং-২৯)	এনটিটির মোট খরচ (গণপূর্ত অধিদপ্তর)
(অনুময়ন)			
০১.	২০১৭-২০১৮	১২৬৯,৮৩,৭৯,০০০ (৩৫.৩৭%)	১১৬৫,৬৭,৭১,০০০(৩২.৪৭%)
(উন্নয়ন প্রকল্প /শতভাগ জিওবি ফান্ড)			
০২.	২০১৭-২০১৮	২৩২০,২১,০০,০০০(৬৪.৬৩%)	৭৯০,৬৯,০০,০০০(২২.০২%)
মোট=		৩৫৯০,০৪,৭৯,০০০ টাকা (১০০%))	১৯৫৬,৩৬,৭১,০০০(৫৪.৪৯%)

- তথ্য সূত্র: বাজেট অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বই অনুযায়ী এবং ব্যয়ের সামারি গণপূর্ত অধিদপ্তরের ব্যয়, উদ্বৃত্ত ও চূড়ান্ত মঞ্জুরীর বিবরণী ২০১৭-১৮ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত।

অডিটের আইনগত ভিত্তি : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি: ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন মোট ৬৩টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের হিসাবের উপর Sampling ভিত্তিতে অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। পূর্ত কাজ, ই/এম বিভাগের কাজ, ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র, চুক্তির শর্তানুযায়ী বিল পরিশোধ, রাজস্ব আদায়, ক্রয় কাজে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন সম্পর্কিত বিষয়ে নিরীক্ষা পরিচালিত হয়েছে।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

- অডিটের বিষয়বস্তু :** নিয়মানুগ নিরীক্ষা।
- অডিট কৌশল :** চাহিদাপত্র ইস্যু করণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।
- অডিট সময়কাল :** ২১/০১/২০১৯ খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯খ্রি.।

পূর্ববর্তী অডিট রিপোর্টের হালনাগাদ তথ্য:

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর এর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের হিসাব সম্পর্কিত ১৫ (পনের) টি আপত্তি বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয় এর ২০১৭-২০১৮ সনের বার্ষিক অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের গণপূর্ত অধিদপ্তর এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

নিরীক্ষাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত: প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অদ্যাবধি অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৭টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৮৮,৫১,০৮,৩২০ (আটটিশ কোটি একান্ন লক্ষ আট হাজার তিনশত বিশ) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৭.৫৯%। এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- বরাদ্দ অপেক্ষা ঠিকাদারের বিলে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- প্রকৃত সম্পাদিত কাজ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- নির্ধারিত হারে সরকারি রাজস্ব আদায়পূর্বক যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা না করা।
- লিকুইডিটি ড্যামেজ বাবদ জরিমানার অর্থ আদায় না করা।
- ক্রয় বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- বকেয়া ভাড়া আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়া।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দসংক্ষেপ

CPWA Code	Central Public Works Account Code
CS	Comparative Statement
E/M	Electrical & Mechanical
GFR	General Financial Rule
GOB	Govenrment of Bangladesh
HR	Hand Receipt
IT	Income Tax
LA	Liquid Asset
LD	Liquidated Damages
MB	Measurement Book
NOA	Notification of Award
OTM	Open Tendering Method
PCC	Particular Conditions of Contract
PPA-2006	Public Procurement Act, 2006
PPR-2008	Public Procurement Rules-2008
TEC	Tender Evaluation Committee
VAT	Value Added Tax

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
০১	মাটি ভরাট বাবদ বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি।	৪৬,৮৫,৩৫৬/-
০২	এমবি (মেজারমেন্ট বুক) ওভার রাইটিং করে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	১০,১২,২০০/-
০৩	নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তন ও জমাদানে বিলম্ব করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি যা দন্ডসুদসহ আদায়যোগ্য।	১,৫৩,৯৭,৪৮৬/-
০৪	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় আর্থিক ক্ষতি, যা দন্ডসুদসহ আদায়যোগ্য।	২,৩১,১০,৪৯৫/-
০৫	চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আরোপযোগ্য লিকুইডিটি ড্যামেজ (এলডি) বাবদ টাকা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৮,৫৬,০৭,৬১৪/-
০৬	বকেয়া বাড়ি ভাড়া বাবদ সরকারের রাজস্ব অনাদায়ী।	৫৪,১৫,১২,৭৯৯/-
০৭	দরপত্রে সংশোধনযোগ্য ত্রুটি সংশোধন না করে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতাকে নন রেসপন্সিভ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,৩৭,৮২,৩৭০/-
	মোট=	৮৮,৫১,০৮,৩২০/-

কথায়: আটশি কোটি একান্ন লক্ষ আট হাজার তিনশত বিশ টাকা ।

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম: মাটি ভরাট বাবদ বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধে ৪৬,৮৫,৩৫৬/- (ছেচল্লিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশত ছাপান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, বরিশাল কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব ২১/০১/২০১৯ খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, মাটি ভরাট বাবদ বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধে ৪৬,৮৫,৩৫৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-০১ (পৃষ্ঠা-১)]।

নিরীক্ষাকালে টেন্ডার সম্পর্কিত কাগজপত্র, কার্যাদেশ, NOA, ভেরিয়েশন, TEC এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ভাউচার ও এমবি পর্যালোচনা করা হয়। TEC এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বরিশাল টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট-২ কে শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল কলেজে উন্নীতকরণ প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজে (সাইট ডেভেলপমেন্ট) দুটি বৈধ দরপত্র পাওয়া যায়। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ৪০,৯৮,১০২/- টাকা। এর মধ্যে মেসার্স খান ব্রাদার্স ৯১.৪৬% উর্ধ্ব দরে ৭৮,৪৬,২৭৮/- টাকা দর প্রদান করে প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। TEC মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ৯১.৪৬% উর্ধ্ব দরে দর হওয়ায় তা পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৯৮(২৫) অনুযায়ী যাচাই বাছাই না করে শুধু মাত্র ১৮ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ খরচের কথা উল্লেখ করে দরপত্র অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে HOPE কর্তৃক দরপত্র অনুমোদন না করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ৯১.৪৬% উর্ধ্বদর অস্বাভাবিক হলেও দরপত্র অনুমোদন করেছেন। মাটি ভরাট কাজটি জরুরি বলা হলেও কাজটি করতে সময় লেগেছে ০৭/১২/১৪ খ্রি. হতে ১২/০৬/১৭ খ্রি. পর্যন্ত (প্রায় ২ বছর ৬ মাস)। এক্ষেত্রে এত তাড়াহুড়া করে ৯১.৪৬% উর্ধ্বদরে দরপত্র অনুমোদন যথার্থ হয়নি। TEC কর্তৃক বাজার দর যাচাইয়ের কথা বলা হলেও বাজার দর যাচাইয়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

বর্ণিত কাজের চুক্তিমূল্য ছিল ৭৮,৪৬,২৭৮ টাকা। কাজের ১ম ভেরিয়েশনে ১৪,৯৫,৩৯৫/- টাকা এবং ২য় ভেরিয়েশনে (১৯,৬১,৫৯৬.৮০+৪,৫৭,৯১৮.৫৯) = ২৪,১৯,৫১৫.৩৯ টাকা অনুমোদন করেছেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল জোন। ৫ম চলতি ও চূড়ান্ত বিলে পরিশোধ করা হয়েছে ১,১৭,৬১,২৯৭/- টাকা। এর মধ্যে মাটির মূল্য হিসাবে বিলে ঠিকাদারকে ১,০২,৬৫,৯০৩/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯(২০) অনুযায়ী দরপত্রের কোন সুনির্দিষ্ট আইটেম এর ২৫% বৃদ্ধি পেলে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্য মোট কাজের চুক্তিমূল্যের ১% এর অধিক বৃদ্ধি পেলে উক্ত আইটেমের দর সমন্বয় করতে হবে। অতিরিক্ত কাজের ২য় ভেরিয়েশনে বাড়তি কাজের দর সমন্বয় করে প্রতি ঘন মিটার মাটির মূল্য ২৫০.৭০ টাকা করা হয়েছে। মাটি ভরাটের বিল অনুযায়ী ২২,২৫৯.৮৬ ঘ.মি. মাটি ভরাটের জন্য পরিশোধযোগ্য ২২,২৫৯.৮৬ ঘ.মি. x ২৫০.৭০ = ৫৫,৮০,৫৪৭/- টাকা। কিন্তু মোট মাটির মূল্য হিসাবে বিলে ঠিকাদারকে ১,০২,৬৫,৯০৩/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে মাটি ভরাটের মূল্য বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের (১,০২,৬৫,৯০৩-৫৫,৮০,৫৪৭/-) = ৪৬,৮৫,৩৫৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ:

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯(২০) এর লঙ্ঘন।
- বাজার দর যাচাই না করা।
- প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ৯১.৪৬% উর্ধ্বদরে দরপত্র অনুমোদন।
- HOPE কর্তৃক উর্ধ্বদর ও বাজার দর যাচাই না করা।
- প্রকৃত কাজ অপেক্ষা অতিরিক্ত কাজের বিল পরিশোধ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

সর্বশেষ জবাবে জানান যে, পরপর তিনবার দরপত্র আহবান করার পরে ৯১.৪৬% এর উর্ধ্বদরে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে ৯১.৪৬% উর্ধ্বদরে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ইহাতে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ৯১.৪৬% উর্ধ্বদর অস্বাভাবিক হলেও দরপত্র অনুমোদন করেছেন। এক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯(২০) অনুসরণ করা হয়নি। প্রাক্কলন অপেক্ষা ৯১.৪৬% উর্ধ্বদর গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয়েছে যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম : এমবি (মেজারমেন্ট বুক) ওভার রাইটিং করে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১০,১২,২০০/- (দশ লক্ষ বারো হাজার দুইশত) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, পটুয়াখালী কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২১/০১/২০১৯ খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, এমবি কাটাকাটি করতঃ কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১০,১২,২০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-০২ (পৃষ্ঠা-২)]।

নিরীক্ষাকালে পটুয়াখালী চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ কাজের চলতি বিল/ভাউচার এবং মেজারমেন্ট বুক (এমবি) পর্যালোচনা করা হয়। এমবি (নং ৩১৭১, পাতা ১-১৩) যাচাইকালে দেখা যায়, আইটেম নং- ৩০ (প্রোভাইডিং এন্ড মেকিং পয়েন্ট ওয়েল্ডিং) এ ১ম চলতি বিলে ৪৮,৮০০ ওয়েল্ডিং পয়েন্ট লিপিবদ্ধ আছে। ২য় চলতি বিলে ২,৪৪,৭২০ ওয়েল্ডিং পয়েন্ট এন্ট্রি করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত এন্ট্রি কাটা হয়েছে এবং ওভার রাইটিং করে ৫,৮২,১২০ ওয়েল্ডিং পয়েন্ট ধরে বিল করা হয়েছে। এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার স্বাক্ষর বা তারিখ নেই। ২,৪৪,৭২০ ওয়েল্ডিং পয়েন্ট ওভার রাইট করে অতিরিক্ত ওয়েল্ডিং পয়েন্ট (৫,৮২,১২০-২,৪৪,৭২০) বা ৩,৩৭,৪০০ এর মূল্য ৩/- টাকা হারে ৩,৩৭,৪০০ x ৩ = ১০,১২,২০০/- টাকা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সিপিডব্লিউ “এ” কোডের প্যারা ২০৯(এফ) এ উল্লেখ আছে যে, এমবি এর এন্ট্রি কাটাকাটি বা ওভার রাইট করা যাবে না। কোন এন্ট্রি ভুল হলে তা ক্রস করে দেখাতে হবে। ইনিশিয়াল এবং সাথে তারিখ দিতে হবে। তাছাড়া কেন এবং কোন কর্মকর্তার নির্দেশে সংশোধন করা হয়েছে তা উল্লেখ থাকতে হবে। বর্ণিত ক্ষেত্রে কোডাল বিধি উপেক্ষা করে এমবি ওভার রাইটিং করে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

সিপিডব্লিউ “এ” কোডের প্যারা ২০৯(এফ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

বর্ণিত প্রতিষ্ঠান সর্বশেষ জবাবে জানান যে, পটুয়াখালী চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বিল্ডিং নির্মাণ কাজে পাইলের সংখ্যা ডিজাইন বিভাগ হতে বৃদ্ধি করার ফলে ওয়েল্ডিং পয়েন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যাহার ফলে উপ-সহকারী প্রকৌশলী নতুন ওয়েল্ডিং পয়েন্ট কাটাকাটি এবং অনুস্বাক্ষর করে বিল সংশোধন করেছেন। ইহাতে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

কোডাল বিধি উপেক্ষা করে এমবিতে ওভার রাইটিং করে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণকরত: আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম: নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তন ও জমাদানে বিলম্ব করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,২৯, ৭৬,১৭৭/- (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশত সাতাত্তর) টাকা, যা দন্ডসুদসহ আদায়যোগ্য ১,৫৩,৯৭,৪৮৬/- (এক কোটি তিপান্ন লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত ছিয়াশি) টাকা।

বিবরণ :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২২টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২১/০১/২০১৯ খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তন ও জমাদানে বিলম্ব করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,২৯,৭৬,১৭৭/- টাকা, যা দন্ডসুদসহ আদায়যোগ্য ১,৫৩,৯৭,৪৮৬/- টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩ (১-২২) (পৃষ্ঠা-৩-২৫)]।

নিরীক্ষাকালে চুক্তিপত্র, ক্যাশ বহি, ভাউচার, গার্ড ফাইল, আয়কর আদায় রেজিস্টার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। দেখা যায়, ঠিকাদারের বিল হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও-২৫৭/আইন/আয়কর/২০১৭ তারিখ: ০১/০৮/২০১৭ খ্রি. অনুযায়ী নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তন করা হয়েছে। কম হারে আয়কর কর্তন ও জমাদানে ব্যর্থতায় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা-৫৭ মোতাবেক প্রতিমাসে ২% হারে দন্ডসুদ আদায়যোগ্য। সে অনুযায়ী কম কর্তনকৃত আয়কর বাবদ ১,২৯,৭৬,১৭৭/- টাকা এবং নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত ২% হারে দন্ডসুদ বাবদ ২৪,২১,৩০৯/- টাকাসহ মোট ১,৫৩,৯৭,৪৮৬/- টাকা আদায়যোগ্য [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩ (১-২২) (পৃষ্ঠা-০৩-২৫)]।

অনিয়মের কারণ:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও-২৫৭/আইন/আয়কর/২০১৭ তারিখ: ০১/০৮/২০১৭ খ্রি. এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ধারা-৫৭ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মিরপুর, সর্বশেষ জবাবে জানান যে, পরিশোধিত বিল হতে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত এবং ভিত্তি মূল্যের উপর ৬% হারে মোট ৭,৮০,০০০ টাকা আয়কর কর্তন করা হয়েছে। ফলে সরকারের রাজস্ব আদায় কম হয়নি।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, শেরে বাংলা নগর-৩, ঢাকা সর্বশেষ জবাবে জানান যে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মোঃ মিজানুর রহমান এর নিকট হতে ভুলবশত কম কর্তনকৃত আয়করের টাকা উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে অত্র দপ্তরে রক্ষিত জামানত হতে কর্তন করে ট্রান্সফার এন্ট্রির মাধ্যমে আয়কর খাতে জমা প্রদান করা হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৩ ও ৫, মতিঝিল, ঢাকা, গণপূর্ত বিভাগ-৪, ঢাকা, গণপূর্ত বিভাগ, জামালপুর, গণপূর্ত বিভাগ, মুন্সীগঞ্জ, গণপূর্ত বিভাগ, বরিশাল সর্বশেষ জবাবে জানান যে, কম কর্তনকৃত আয়করের টাকা ঠিকাদারের রক্ষিত জামানত হতে সমন্বয় করা হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গণপূর্ত বিভাগ, ই/এম-১ ও ৩, ঢাকা, নগর গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা, গণপূর্ত বিভাগ, নোয়াখালী, কুমিল্লা, গণপূর্ত বিভাগ-৩, চট্টগ্রাম, গণপূর্ত বিভাগ, খুলনা-২, গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা, গণপূর্ত বিভাগ, আজিমপুর, গণপূর্ত বিভাগ-১ ও ২, ঢাকা সর্বশেষ জবাবে জানান যে, কম কর্তনকৃত আয়কর ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর অধ্যাদেশ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও অনুযায়ী নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তন করা হয়েছে। যা অনতিবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত আয়কর ও দন্ডসুদ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ: ০৪

শিরোনাম: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,৯৫,৮০,৭৯০/- (এক কোটি পঁচানব্বই লক্ষ আশি হাজার সাতশত নব্বই) টাকা, যা দন্ডসুদসহ আদায়যোগ্য ২,৩১,১০,৪৯৫/- (দুই কোটি একত্রিশ লক্ষ দশ হাজার চারশত পঁচানব্বই) টাকা।

বিবরণ :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিশিষ্টে বর্ণিত ২৯টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২১/০১/২০১৯ খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ঠিকাদারকে বিল পরিশোধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,৯৫,৮০,৭৯০/- টাকা, যা দন্ডসুদসহ আদায়যোগ্য ২,৩১,১০,৪৯৫/- টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৪ (১-২৯) (পৃষ্ঠা-২৬-৭৯)]।

নিরীক্ষাকালে চুক্তিপত্র, ক্যাশ বহি, ভাউচার, গার্ড ফাইল, আয়কর ও ভ্যাট রেজিস্টার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮ তারিখ: ০৭/০৬/২০১৮ খ্রি. মোতাবেক নির্মাণ সংস্থার নিকট হতে ৭% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় উক্ত আদেশবলে নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত ২% হারে দন্ডসুদ ৩৫,২৯,৭০৫/- টাকা এবং কম কর্তনকৃত ভ্যাট বাবদ ১,৯৫,৮০,৭৯০/- টাকা সহমোট ২,৩১,১০,৪৯৫/- টাকা আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮ তারিখ: ০৭/০৬/২০১৮ খ্রি. এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মুন্সীগঞ্জ, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ ৬ ও ৭, গণপূর্ত বিভাগ মতিঝিল, কক্সবাজার, বরিশাল, কুষ্টিয়া, সর্বশেষ জবাবে জানান যে, কম কর্তনকৃত ভ্যাট সমন্বয় করা হয়েছে। দন্ডসুদ কর্তন/সমন্বয় প্রক্রিয়াধীন আছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-বান্দরবান সর্বশেষ জবাবে জানান যে ক্রমিক নং ০১ হতে ০৬ এর কম কর্তনকৃত ভ্যাট আদায় করা হয়েছে। ক্রমিক নং ৭ হতে ৯ এর কম কর্তনকৃত ভ্যাট আদায় চলমান রয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, আজিমপুর, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী ১ ও ২, ই/এম বিভাগ ১, ২, ৩ ও ৮, ঢাকা, গণপূর্ত বিভাগ- ১, ও ৩, ঢাকা, মতিঝিল, সুনামগঞ্জ, সিলেট, রাজশাহী, নোয়াখালী ও গণপূর্তবিভাগ-৩ চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ভোলা, খুলনা-২, সাভার ও মানিকগঞ্জ সর্বশেষ জবাবে জানান যে, কম কর্তনকৃত ভ্যাটের টাকা আদায় করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

নির্মাণ সংস্থার নিকট হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন না করায় সরকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে। যা অনতিবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত অর্থ দন্ডসুদসহ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম: চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারের নিকট হতে লিকুইডিটি ড্যামেজ বাবদ ২৮,৫৬,০৭,৬১৪/- (আটাশ কোটি ছাশান্ন লক্ষ সাত হাজার ছয়শত চৌদ্দ) টাকা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২১/০১/২০১৯ খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট থেকে লিকুইডিটি ড্যামেজ বাবদ অর্থ আদায় না করায় সরকারের ২৮,৫৬,০৭,৬১৪/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৫ (১-২০) (পৃষ্ঠা-৮০-১০২)]।

নিরীক্ষাকালে কাজের টেন্ডার, সিএস, প্রাক্কলন, কার্যাদেশ, বিল-ভাউচারসমূহ, সময় বর্ধনের নথি, ও মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। দেখা যায় যে, চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলেও ঠিকাদারের নিকট থেকে লিকুইডিটি ড্যামেজ বাবদ জরিমানার অর্থ আদায় করা হয়নি।

পিপিআর-২০০৮-এর বিধি ৩৯(২৭) এবং চুক্তি পত্রের পিসিসি-এর শর্ত ৭৩.১ মোতাবেক মূল চুক্তি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০% হারে লিকুইডিটি ড্যামেজ বাবদ জরিমানার অর্থ আদায় করতে হবে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯(২৮) মোতাবেক বিলম্বের জন্য ক্ষতি পূরণের বিষয়ে ঠিকাদারকে অব্যাহতি প্রদান করা যাবে না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করায় সরকারের ২৮,৫৬,০৭,৬১৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- পিপিআর-২০০৮ বিধি ৩৯(২৭), বিধি ৩৯(২৮) ও চুক্তি পত্রের পিসিসি-এর শর্ত ৭৩.১ এর লঙ্ঘন।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯(৪) অনুযায়ী ক্রয়কারী কর্তৃক প্রত্যাশিত কার্য সমাপ্তির সময় বর্ধিত করণের জন্য আবেদন প্রাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধ্যতামূলক হলেও অদ্যাবধি সময় পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নারায়নগঞ্জ সর্বশেষ জবাবে জানান যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত সময় ছিল ৭৩০ দিন। কিন্তু উক্ত সময়ে কাজ সম্পাদন করতে না পারার দরুণ ঠিকাদার কর্তৃক প্রথম কিস্তিতে ৯৮৪ দিন এবং ২য় কিস্তিতে ৫৪৯ দিনের বর্ধিত সময়ের আবেদনপত্রের বিবৃত কারণ উল্লেখপূর্বক বর্ধিত সময় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, ঢাকা কর্তৃক জরিমানা আরোপ ব্যতিতই মঞ্জুর করা হয়।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ই/এম বিভাগ-২ ঢাকা, কক্সবাজার, বি-বাড়িয়া, গণপূর্ত বিভাগ ৪, ঢাকা, গণপূর্ত বিভাগ-৩ ও ৪, চট্টগ্রাম, মানিকগঞ্জ ও লালমনিরহাট সর্বশেষ জবাবে জানান যে, যথাসময়ে কার্য সম্পাদিত না হওয়াতে ঠিকাদারের সময় বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সময় বৃদ্ধির আবেদন মঞ্জুর করেন।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর, সিলেট, নোয়াখালী, গণপূর্ত বিভাগ-১, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী, ভোলা, গোপালগঞ্জ, গণপূর্ত বিভাগ-১ ও ৩, ঢাকা, গণপূর্ত বিভাগ ই/এম কারখানা বিভাগ, ঢাকা, গণপূর্ত বিভাগ, সুনামগঞ্জ সর্বশেষ জবাবে জানান যে, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সময় বর্ধনের আবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন পাওয়া গেলে অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলেও ঠিকাদারের নিকট থেকে লিকুইডিটি ড্যামেজ বাবদ জরিমানার অর্থ আদায় করা হয়নি। চুক্তিপত্রের শর্ত এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী লিকুইডিটি ড্যামেজ বাবদ জরিমানা আদায় করতে হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক যথাসময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য ঠিকাদারের নিকট হতে লিকুইডিটি ড্যামেজ বাবদ জরিমানার অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম: বকেয়া বাড়ি ভাড়া বাবদ ৫৪,১৫,১২,৭৯৯/- (চুয়ান্ন কোটি পনের লক্ষ বার হাজার সাতশত নিরানব্বই) টাকা সরকারের রাজস্ব অনাদায়ী ।

বিবরণ :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ঢাকা এবং গণপূর্ত বিভাগ-২, খুলনা, কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, বকেয়া বাড়ি ভাড়া যথাসময়ে আদায় না করায় ৫৪,১৫,১২,৭৯৯/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৬/১-২ (পৃষ্ঠা-১০৩-১০৫)]।

নিরীক্ষাকালে বাড়ি ভাড়া/মূল্য আদায়ের বিবরণীসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ঢাকা কার্যালয় নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, ১৯৭২ সাল হতে জুন/২০১৮ খ্রি. মাস পর্যন্ত সংরক্ষিত ও বিক্রয়কৃত বাড়ির ভাড়া বাবদ ১২৯,৪৬,৬৪,৬৭২/- টাকার মধ্যে জুন/২০১৮ মাস পর্যন্ত আদায় করা হয়েছে ৮৮,৫৩,৩৫,৭৭৪/- টাকা। ফলে বকেয়া ভাড়া বাবদ অনাদায়ী রয়েছে ৪০,৯৩,২৮,৮৯৮/- টাকা। তাছাড়া এ সংক্রান্ত ৩৬৮টি মামলায় জড়িত টাকার পরিমাণ ১৪,৬৬,৩৪,০৯৯/-, এর মধ্যে ১,৬৮,৪৮,৫৪২/- টাকা আদায় হলেও অদ্যাবধি অনাদায়ী রয়েছে (১৪,৬৬,৩৪,০৯৯/- - ১,৬৮,৪৮,৫৪২/-) = ১২,৯৭,৮৫,৫৫৭/- টাকা। মামলা নিষ্পত্তির যথাযথ কার্যকরী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বিপুল পরিমাণ অর্থ অনাদায়ী রয়েছে। ফলে বর্ণিত কার্যালয়ে বকেয়া ভাড়া বাবদ অনাদায়ী এবং আদালতে মামলা চলমান থাকায় অনাদায়ী বাবদ মোট (৪০,৯৩,২৮,৮৯৮/- + ১২,৯৭,৮৫,৫৫৭/-) বা ৫৩,৯১,১৪,৪৫৫/- টাকা রাজস্ব প্রাপ্তি হতে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে। অপরদিকে, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ-২, খুলনা কার্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় পরিত্যক্ত বাড়ি বরাদ্দ প্রাপ্তদের নিকট হতে বকেয়া ভাড়া বাবদ ২৩,৯৮,৩৪৪/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে। বর্ণিত দু'টি কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বকেয়া ভাড়া বাবদ মোট ৫৪,১৫,১২,৭৯৯/- টাকা রাজস্ব অনাদায়ী রয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

বকেয়া ভাড়া আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

সর্বশেষ জবাবে জানান যে, বকেয়া বাড়ি ভাড়া আদায়ের কাজ চলমান রয়েছে। মামলাজনিত কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

পরিত্যক্ত বাড়ির বকেয়া ভাড়া আদায় না করায় বিপুল পরিমাণ অর্থ অনাদায়ী থাকায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বকেয়া বাড়ি ভাড়া আদায়করত সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম: দরপত্রে সংশোধনযোগ্য ত্রুটি সংশোধন না করে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতাকে নন-রেসপন্সিভ করায় সরকারের ১,৩৭,৮২,৩৭০/- (এক কোটি সাত্তিশ লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশত সত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

গ্রহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, বরিশাল কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২১/০১/২০১৯ খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় পিপিআর-২০০৮ উপেক্ষা করে সংশোধনযোগ্য ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ১ম সর্বনিম্ন দরদাতাকে নন-রেসপন্সিভ করায় সরকারের ১,৩৭,৮২,৩৭০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৭ (পৃষ্ঠা-১০৬)]।

নিরীক্ষাকালে দরপত্র, প্রাক্কলন, চুক্তি পত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ১ম সর্বনিম্ন দরদাতাকে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি শুধুমাত্র Liquid Asset দাখিল না করার কারণে নন-রেসপন্সিভ করেন। নন-রেসপন্সিভকৃত ঠিকাদার খান বিল্ডার্সের প্রদত্ত দর ছিলো ৬,৭৮,০০,৬৬১/- টাকা এবং রেসপন্সিভ দরদাতা NH-SC(JV) এর মূল্যায়িত দর ছিল ৮,১৫,৮৩,০৩১/- টাকা। সামান্যতম ত্রুটি সংশোধন করা হলে ৮,১৫,৮৩,০৩১-৬,৭৮,০০,৬৬১ = ১,৩৭,৮২,৩৭০/- টাকা কম মূল্যে চুক্তিটি করা যেত। জিএফআর-১০ অনুযায়ী যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পূর্ব কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ঠিকাদারকে সংশোধনযোগ্য সামান্য ত্রুটির কারণে বাদ দিয়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে সুবিধা দেয়ার উদ্দেশ্যে আনুকূল্য প্রদর্শনের মাধ্যমে উক্ত কাজ সম্পাদন করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯৮(৭) (ক) মোতাবেক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কোন দরপত্রকে গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করতে পারবে যদি, দরপত্র দলিলে উল্লেখিত কারিগরি বিনির্দেশ বৈশিষ্ট্য এবং বাণিজ্যিক বা অন্য কোন শর্তের অর্থবহ পরিবর্তন হবে না এমন গৌণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ বিচ্যুতি থাকে এবং উক্তরূপ বিচ্যুতি যথাসম্ভব আর্থিকভাবে পরিমাপ করতে হবে; অপরদিকে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯৮(৭)(খ) অনুযায়ী কোন ত্রুটি বা অসাবধানতাজনিত ভুল থাকে যা পরবর্তীতে সংশোধন করা হলেও দরপত্রের মূল উদ্দেশ্য পরিবর্তন হবে না। এক্ষেত্রে বিষয়টিকে সংশোধনযোগ্য ত্রুটি বিবেচনা করে ঠিকাদারকে Liquid Asset দাখিলের সুযোগ দেয়া হলে ১,৩৭,৮২,৩৭০/- টাকা কম মূল্যে চুক্তি করা যেত।

অনিয়মের কারণ:

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯৮(৭) (ক) ও ৯৮(৭)(খ) লঙ্ঘন করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

সর্বশেষ জবাবে জানান যে, সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্রের সাথে Liquid Asset জমা না দেয়ায় নন-রেসপন্সিভ করা হয়। পরবর্তী নিম্ন দরদাতাকে নিয়ম মোতাবেক TEC সুপারিশ করলে কার্যাদেশ দেয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার খান বিল্ডার্স ইতোপূর্বে এ ধরনের কার্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে অত্র বিভাগের ৯,৪২,৯৭,৪১০/- টাকার কাজ বাস্তবায়ন করেছে। এক্ষেত্রে ঠিকাদারকে Liquid Asset জমাদানের সুযোগ দেয়া যেত। এতে ১,৩৭,৮২,৩৭০/- টাকা কম মূল্যে চুক্তি করা যেত। ফলে সরকারি অর্থের সাশ্রয় হতো।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

সরকারি অর্থের অপচয় হওয়ায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

তারিখ: ২১/০৫/২০২২ বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ ।


মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসংমু-২০২১/২২-২৬৪৫এ(২)—৭১৫ বই, ২০২২ খ্রিঃ।